দৈনিক ইত্তেফাক

15

তারিখ ... 24-AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম ৫

পরীক্ষায় নকলমুক্ত জেলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা ॥ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গাজীপুর জেলাকে নকলমুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রদানে সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার ৬টি থানাতে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করা হইয়াছে। নকলমুক্ত জেলা বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনায় উদ্ভাবিত এই পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সফল করা সম্ভব হইলে গাজীপুর

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় নকলমুক্ত

(৩য় পৃঃ পর)

জেলায় শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি সারাদেশে ইহার ইতিবাচক সাড়া জাগাইবে বলিয়া স্থানীয় শিক্ষাবিদগণ আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

জেলার ৬টি থানার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ-সেমিনার এবং আলোচনা সভা শুরু হইয়াছে। ফলে অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজের উৎকন্ঠিত অভিভাবক মহলে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়াছে। জেলার ১৭টি এস,এসসি, ১৫টি এইচ এসসি, ৮টি ডিগ্রী এবং ৬টি মাদ্রাসা কেন্দ্রে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মূলে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ সন্ত্রাসী কায়দায় নকল করার কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বছরই জেলায় এই ৪৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাসী কায়দায় নকল করার অভিযোগে আড়াই-৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইতেছে। ফলে তাহাদের অনেকের জীবন হইতেই মূল্যবান ২/৩টি বছর চলিয়া যায়। তাহাদের অনেকেই বিপথগামী হইয়া সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

এই সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার নয়, প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী করিয়া তোলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ হইতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানানো হয়।

এ ব্যাপারে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোক্তা গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম জানান, নকলমুক্ত জেলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের বাস্তবধর্মী পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে এই ফলদায়ক কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে তাহাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।